দৈনিক বাংলা

২৬

তারিখ 07 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

বেইজিংয়ে ইউনিসেফ সম্মেলনে ভাষণ

মেয়েদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে ঃ খালেদা জিয়া

বেইজিং, ৬ সেপ্টেম্বর (বাসস)।– প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সমাজের মূলধারায় মহিলাদের নিয়ে আসার জন্য মেয়ে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বেইজিং আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনিসেফ আয়োজিত 'শিক্ষা ঃ মেয়েদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপন্থা'র উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরী, আর এটা মেয়ে শিশুদের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, মেয়ে শিশুদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য হাসিলের

(৮–এর পৃঃ ৪–এর কঃ দ্রঃ)

মেয়েদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে ঃ খালেদা জিয়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) অর্থবহ কর্মসূচীতে সমাজ, বিভিন্ন দেশের সরকার, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মেয়ে শিশুদের শিক্ষার বিনিয়োগে বংশানুক্রমে শিশুরা শুধু শিক্ষিতই হবে না সুস্বাস্থ্যেরও অধিকারী হবে, তারা আর অপুষ্টিতেও ভুগবে না। তিনি বলেন, শিক্ষিতা মেয়ে শিশু একটি শিক্ষিত পরিবার গড়ে তুলতে পারে, আর শিক্ষিত পরিবার নিয়েই গড়ে ওঠে শিক্ষিত জাতি।

প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে বলেন ঃ মেয়েদের শিক্ষার জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপন্থা বিষয়ে আপনাদের সাথে মতবিনিময়ের এই সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। এটি এমন একটি বিষয় যার প্রতি বেশ কিছুদিন ধরে আমার বিশেষ মনোযোগ রয়েছে। বিষয়টি অধিকাংশ উন্নয়নশীল সমাজের উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে।

তিনি বলেন, এই কর্মসূচী আয়োজনের জন্য আমি ইউনিসেফ বিশেষ করে এর সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক মিস ক্যারল বেলামীকে অভিনন্দন জানাই। বিশ্বনারী সম্মেলন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে আমাদের আজকের আলাপ-আলোচনায় অবশ্যই যথাযথভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, উন্নয়নশীল সমাজগুলো আজ যে মৌলিক সমস্যার মোকাবিলা করছে তা হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অবকাঠামো নির্মাণ। আমাদের অধিকাংশ দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৫০ ভাগ হচ্ছে মহিলা। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, উন্নয়নশীল দেশগুলোয় জনসংখ্যার এই অর্ধেক অবহেলা এবং বঞ্চনার শিকার। শিক্ষার সুবিধা এবং উৎসাহের অভাবের কারণে সমাজে মহিলাদের যোগ্য ভূমিকা পালন করার সুযোগ খুবই সীমিত। এর ফলে উন্নয়ন প্রক্রিয়া মহিলাদের অবদান থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

তিনি বলেন, সমাজের মূল স্রোতধারায় মহিলাদের সম্পৃক্ত করার প্রধান উপায় হচ্ছে মেয়ে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করা। দক্ষিণ এশিয়ায় এ বিষয়টি আমরা গভীরভাবে অনুধাবন করি। দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) মেয়ে শিশুদের যথাযথ লালন-পালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশে আমরা মেয়েদের শিক্ষার ওপর উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছি। আমরা ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছি। মেয়ে শিশুদের শিক্ষার গুরুত্বকে অবশ্যই একটি বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করতে হবে। মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি ঐতিহ্যগতভাবে অনেক সমাজেই সহজে গ্রহণযোগ্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন উদ্যোগ নিতে হয়েছে। বাংলাদেশে আমরা মেয়েদের শিক্ষিত করার গুরুত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছি। মেয়েদের স্কুলে প্রেরণ করতে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যম জোরদার এবং অন্যসব পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মেয়েদের শিক্ষা কর্মসূচী অন্ততপক্ষে দু'টো দিক উন্মোচন করেছে। প্রথমটি হচ্ছে, মেয়েদের শিক্ষিত করার গুরুত্ব সম্পর্কে সমাজকে উপলব্ধি করাতে হবে। দ্বিতীয় দিকটি যা আরও কঠিন তা হচ্ছে উপযুক্ত মহিলা শিক্ষকের অভাব। তাই আমরা মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণের এক বিরাট কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান নীতি হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শূন্য পদের শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক দিয়ে পূরণ করা। ইতিমধ্যে এই কর্মসূচী কিছু সাফল্যও অর্জন করেছে।

তিনি বলেন, দেশের মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের তৃতীয় দিকটি হচ্ছে অর্থনৈতিক। মাতা-পিতা সাধারণত মেয়ে শিশুকে পরিবারে সাহায্যকারী হিসাবে গণ্য করে থাকে। গৃহস্থালির কাজ থেকে এই মেয়ে শিশুকে প্রত্যাহার করে নিলে পরিবারটিকে সংসারের কাজে সাহায্যকারী নিয়োগ করতে হবে। এর সঙ্গে কিছু আর্থিক বিষয় জড়িত আছে। এ জন্যই মেয়ে শিশুদের শিক্ষার সাথে কিছু আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা থাকতে হবে। মেয়ে শিশুকে স্কুলে প্রেরণের বিষয়টিকে একটি পরিবারের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে সমাজের পক্ষ থেকে বড় ধরনের উৎসাহ প্রদানমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের "শিক্ষার জন্য খাদ্য" কর্মসূচী এই উদ্দেশ্য সাধন করছে, এই নতুন ধরনের কর্মসূচীর অধীনে দরিদ্র পরিবারগুলোকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য দেয়া হয়, যাতে তারা তাদের শিশুকে নিয়মিত স্কুলে পাঠায় এবং তা অব্যাহত রাখে। তদুপরি, আমরা মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের জন্য দেশব্যাপী উপবৃত্তি কর্মসূচী চালু করেছি। আমরা বিশ্বাস করি, নারী শিক্ষায় বিনিয়োগ শিশুদের মধ্যে নতুন নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলবে—যারা কেবল শিক্ষিতই হবে না, বরঞ্চ স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিক থেকেও তারা হবে উন্নততর। একটি শিক্ষিত মেয়ে একটি শিক্ষিত পরিবার গড়ে তোলে—যা চূড়ান্ত পর্যায়ে সৃষ্টি করে একটি শিক্ষিত জাতির।

অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, আমি আনন্দের সাথে বলতে পারি, আমাদের প্রচেষ্টার ফলাফলে আমরা উৎসাহিতবোধ করছি। শিক্ষার উপকারিতা অবশ্য এর নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কারণ এর রয়েছে বহুমাত্রিক সুফল। এই সুফলগুলো এখন অনুভব করা যাচ্ছে। একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে—বিপুলসংখ্যক মেয়ে এখন স্ব-উপার্জনে-জীবিকা নির্বাহ করছে। এই মেয়েরা কেবলমাত্র প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। পরিবারের উপার্জনকারী সদস্যা হিসাবে তারা অধিক সম্মান পেয়ে থাকেন। তারা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করেন। এ কারণেই তারা সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অধিক সচেতন। তারা নিজেদের সম্পর্কে অধিক আস্থাশীল। মেয়েদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান পরোক্ষভাবে জনসংখ্যা পরিকল্পনায়ও অবদান রেখেছে।

আমার আন্তরিক প্রত্যাশা এই যে, বিশ্বব্যাপী মেয়েদের উন্নততর ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে বেইজিং সম্মেলন মেয়েদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেবে। আমরা যদি সকল ক্ষেত্রে মেয়েদের সমতা ও সুযোগের অধিকার সংরক্ষণে ব্যর্থ হই তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

তিনি বলেন, 'মহিলাদের ক্ষমতায়ন যা দারিদ্র্য বিমোচনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা মেয়ে শিশুর শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। এ লক্ষ্য অর্জনে একটি অর্থবহ কর্মসূচীতে সমাজ, জাতীয় সরকারসমূহ, বেসরকারী সংস্থাসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সম্পৃক্ততা প্রয়োজন হবে। এই লক্ষ্য প্রসারে ইউনিসেফের অঙ্গীকারকে আমি প্রশংসা করছি। আমি তাদের আয়োজিত খুবই উপযোগী এই কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।